SUZY NEWS

বর্ষ ৪ ▪ সংখ্যা ১ ▪ অগাস্ট ২০০৭

বাংলাদেশে ডায়রিয়া নিরাময়ে শিশুদের জন্য জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন (সুজি) প্রকল্পের নিউজলেটার

বাংলাদেশে শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকের ব্যবহার শুরু
পৃষ্ঠা ৩

৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন: স্কেলিং আপ জিংক–দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড
পৃষ্ঠা ৫

শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকঃ ভারত ও তানজানিয়ায় সরকারী-বেসরকারী খাতের সাথে পুজন প্রকল্পের অংশীদারিত্ব
পৃষ্ঠা ৬

দূরবর্তী এলাকায় উঠান বৈঠক ও লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দেয়া
পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশে সরকারী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকবৃন্দের সঙ্গে জিংক চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য বিনিময় কর্মসূচী
পৃষ্ঠা ৯

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠক,

সুজি নিউজের ষষ্ঠ সংখ্যায় আপনাদের স্বাগতম।

এই নিউজলেটারের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকের ব্যবহারের ব্যাপ্তিবর্ধন ও এ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত গবেষণা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা। আইসিডিডিআর,বি-র স্কেলিং আপ জিংক ফর ইয়াং চিলড্রেন উইথ ডায়রিয়া প্রজেক্ট বা সুজি প্রকল্পের এই নিউজলেটারের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের কার্যক্রমের পাশাপাশি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জিংক চিকিৎসার উপকারিতা সম্পর্কেও আপনাদের অবহিত করা।

বিশ্বজুড়ে জীবন বাঁচানোর জ্ঞানের উৎস

গত সংখ্যা প্রকাশের পর জিংকের স্কেলিং আপ কার্যক্রমে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড ২৩ নভেম্বর ২০০৬ বেবি জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেট বাজারজাত শুরু করে এবং বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনী সংস্থা ধানসিঁড়ি মিডিয়া প্রডাকশন হাউজ বেবি জিংকের গণমাধ্যম প্রচারণা কার্যক্রম উদ্বোধন করে। এই প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে টেলিভিশন, রেডিও ও সিনেমা বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ, পোষ্টার, স্টিকার, বিলবোর্ড, বাস ব্র্যান্ডিং,

আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রধান সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানে সচেষ্ট

বাউল গান, উঠান বৈঠক ও প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথকভাবে বিভাগীয় উদ্বোধন।

২০০৭ সালের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুজির টেকনিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আলোচনার মাধ্যমে ফলপ্রসূ পরামর্শ ও সমাধানের পথ বেরিয়ে এসেছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচার কার্যক্রমে খাবার স্যালাইনের ওপর আরো জোর দেয়া যাতে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা না হয় যে জিংক খাবার স্যালাইনের বিকল্প। নিউজলেটারের এ সংখ্যায় তাই জিংক ও খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর উপর সুজি প্রকল্পের নিয়মিত জরীপের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হয়েছে। এ জরীপের ফলাফলে দেখা যায় যে, শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের ব্যবহার জিংকের কারণে তো কমেই নি, বরং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জিংকের সাথে সাথে খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা ২০০৭ সালের মে মাসে সাফল্যের সাথে ৪র্থ আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলনের আয়োজন করি। এ বছর এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল স্কেলিং আপ জিংক–দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড (অগ্রযাত্রার পথে)। এ সংখ্যায় এ সম্মেলনের সারাংশ এবং ভারত ও তানজানিয়ায় জিংকের প্রচলন বিষয়ে একটি উপস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ আপনাদের জন্য তুলে ধরা হয়েছে। ৪র্থ আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলন ও এতে উপস্থাপিত অন্যান্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের নিম্নলিখিত পেইজে ঘুরে আসুন।

www.icddrb.org/activity/SUZY

এ ছাড়াও এ ওয়েবসাইটে আপনারা সুজি প্রকল্প, জিংকের উপর গবেষণা, প্রকল্পের সংবাদ ও আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সুজি নিউজের এ সংখ্যায় আরো থাকছে বেবি জিংক প্রচারণা কার্যক্রমের অংশবিশেষ, সুজির প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও বাংলাদেশে ওষুধ প্রচারণার উপর সুজির গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল নিয়ে প্রতিবেদন।

আশা করি, এ সংখ্যাটি আপনাদের ভাল লাগবে।

সম্পাদক, সুজি নিউজ।

সুজি প্রকল্পের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী সব শিশুকে জিংক চিকিৎসা সরবরাহ করা

বাংলাদেশে শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকের ব্যবহার শুরু

বাংলাদেশে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক স্কেলিং আপ ও সারাদেশে জিংককে সহজলভ্য করার জন্য আইসিডিডিআর,বি এর উৎপাদন সহযোগী দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড-এর সহযোগিতায় ২০০৬ সালের ২৩ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বেবি জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেট বাজারজাত করার মাধ্যমে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহারের প্রচলন করে। এর সাথে সাথে ধানসিঁড়ি মিডিয়া প্রোডাকশন হাউজ বেবি জিংকের গণমাধ্যম প্রচারণা শুরু করে। একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডও উৎপাদক হিসেবে এর প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর ডায়রিয়ায় খাবার স্যালাইন ও জিংক একটি জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে

শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক খাওয়ানোর তথ্যটি ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য ধানসিঁড়ি মিডিয়া গণযোগাযোগ প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। এই প্রচারণার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী থেকে শুরু করে মা-বাবা, সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় জনগণ, ওষুধ বিক্রেতাসহ সকল স্তরের মানুষের কাছে এ চিকিৎসার বার্তা পৌঁছে দেয়া। প্রচারণার বিভিন্ন কার্যক্রম হচ্ছে বিভাগীয় উদ্বোধন, টেলিভিশন, রেডিও ও সিনেমা বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ, উঠান বৈঠক, লোক সঙ্গীত, পোষ্টার, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড এবং দেয়াল লিখন।

এছাড়াও একমি ল্যারেটরিজ লিমিটেড স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছে জিংক চিকিৎসার বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রচারণা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৈজ্ঞানিক সেমিনার, আলোচনা সভা, বিপণন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রচারণা ও পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ।

বেবি জিংকের প্রচারণায় প্রধান প্রধান বার্তা হচ্ছে:

- যে কোন ধরণের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় শিশুদের খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক খাওয়াতে হবে
- জিংক চিকিৎসার মাধ্যমে ভবিষ্যতের ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা যায় কিন্তু সে জন্য শিশুকে অবশ্যই ১০ দিন জিংক খাওয়াতে হবে

প্রতিটি যোগাযোগ বার্তায় সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে জিংক অবশ্যই খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি খাওয়াতে হবে। এছাড়াও শিশুর যত্নকারীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যাতে শিশুকে ঘন ঘন তরল ও অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার খাওয়ানো হয়।

বেবি জিংকের প্রচারণা শুরুর আগে সুজি প্রকল্প শিশু বিশেষজ্ঞ ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের মাঝে এর প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যারা শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহারকে সামগ্রিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এছাড়াও উপযুক্ত নীতিমালা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরী করা হয়।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

বেবি জিংক বাজারজাতকরণের পূর্ববর্তী সময় ও বাজারজাতকরণের সময় থেকে সুজি প্রকল্প অবিরাম বাংলাদেশে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক স্কেলিং আপের প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বকারী দেশের গ্রামাঞ্চল, পৌরসভা ও বড় সিটি কর্পোরেশনে জরীপ চালিয়ে এ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর প্রত্যাশিত ফলাফল হচ্ছে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন ও জিংকের ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া এবং এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার হ্রাস। আর অপ্রত্যাশিত ফলাফল হবে যদি জিংককে খাবার স্যালাইনের বিকল্প মনে করা হয় এবং ১০ দিনের কম ব্যবহারের জন্য জিংক বিক্রি হয়।

জিংক যেন কোনভাবেই খাবার স্যালাইনের বিকল্প হিসাবে প্রচার না পায় তা নিয়ে প্রকল্প সহযোগীরা খুবই সাবধানতার সাথে কাজ করছে। এছাড়াও শিশুরা যে ওষুধ খাচ্ছে তা নিরাপদ ও কার্যকরী–এই গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্যও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বেবি জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেট বাজারজাতকরণের পূর্বে ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু করে নভেম্বর পর্যন্ত একটি

২০০৬ সালের ২৩ নভেম্বর ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বেবি জিংক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী রুনা লায়লা (ডান দিক থেকে), জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর এমআর খান এবং সুজি প্রকল্পের পরিচালক ডাঃ চার্লস পি লারসন

বেইসলাইন জরীপ চালানো হয়। এরপর বেবি জিংক বাজারজাতকরণ শুরু হলে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বাজারজাত পরবর্তী (পোষ্ট-লঞ্চ) জরীপ চালানো হচ্ছে যা ২০০৮ সালের মে মাস পর্যন্ত চলবে। এ পর্যন্ত দু'টি পোষ্ট-লঞ্চ জরীপ শেষ হয়েছে–প্রথম জরীপটি করা হয় ২০০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ও দ্বিতীয়টি মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত।

এসব জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বকারী ক্রস সেকশনাল ক্লাস্টার স্যাম্পল জরীপে জনগণকে তিনভাগে ভাগ করা হয়–সিটি কর্পোরেশন, জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চল। এর মধ্যে ঢাকাকে সিটি কর্পোরেশন হিসেবে নির্ধারণ করে একে বস্তি ও বস্তি-নয় এই দুই জায়গায় বিভক্ত করা হয়। যেসব শিশু জরীপ শুরুর ২ সপ্তাহের মধ্যে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এবং তন্মধ্যে যাদের ডায়রিয়া কমপক্ষে ২ দিন স্থায়ী ছিল সেসব শিশুর যত্নকারীরা এই জরীপের উত্তরদাতা ছিলেন।

জরীপে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশেষণ করে দেখা যায় যে, ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেবি জিংক ট্যাবলেট বাজারজাত করণের পূর্ববর্তী জরীপ ও পরবর্তী জরীপের মধ্যে তুলনা করে দেখা যায় যে পূর্বে শুধু ৭ শতাংশ মা/যত্নকারী জিংকের ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে ৯০ শতাংশ ছিল সিরাপ (চিত্র ১ ও ২)। কিন্তু ২০০৭ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জরীপে দেখা যায় জিংকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ শতাংশ হয়েছে যা দ্বিগুণেরও বেশী। এছাড়াও সিরাপের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এ জরীপে আরো দেখা যায় যে শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বেবি জিংক বাজারজাত পরবর্তী প্রথম জরীপের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৯০ শতাংশ মা/যত্নকারী জানায় যে শিশুদের ডায়রিয়া চলাকালীন সময়ে তারা শিশুদের স্বাভাবিক খাবার খাওয়ানো অব্যাহত রেখেছে।

তিনটি জরীপের সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, জিংক স্কেলিং আপ প্রচারণার ফলে বেবি জিংক ট্যাবলেট বাজারে আসার পর খাবার স্যালাইনের ব্যবহার শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরের চিত্র ৪-এ দেখা যায় যে, যেসব মা শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক দেয়নি তাদের তুলনায় যেসব মা জিংক দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে খাবার স্যালাইনের ব্যবহার শতকরা ২০ ভাগ বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, খাবার স্যালাইন ও জিংকের যুগপৎ প্রচারনা থেকেই জিংকের পাশাপাশি খাবার স্যালাইনের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে সফল ব্যাপ্তিবর্ধণের মাধ্যমে খাবার স্যালাইন ও জিংক শিশুর ডায়রিয়ায় একটি জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ■

চিত্র ১-বেবি জিংক বাজারজাত শুরুর পরবর্তী ৬ মাসে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহারে পরিবর্তন

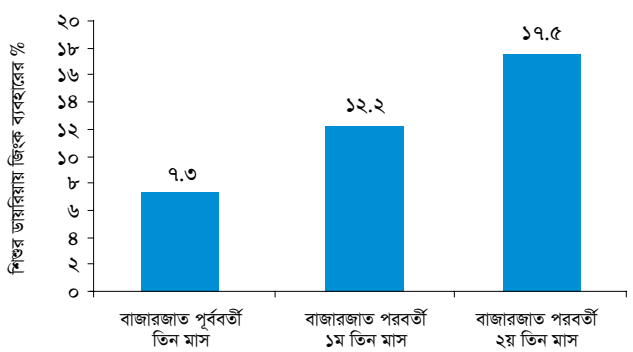

চিত্র ২-বেবি জিংক বাজারজাত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক সিরাপ ও ট্যাবলেট ব্যবহারের পরিবর্তনশীল ধারা

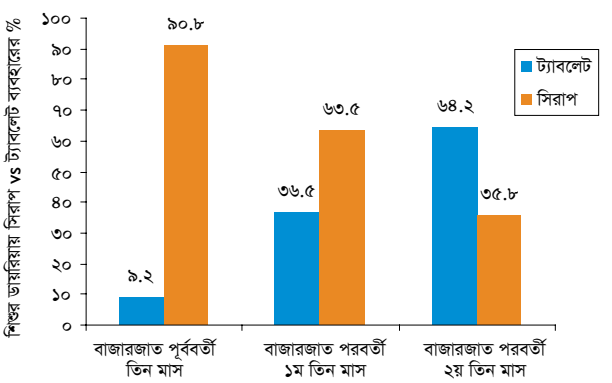

চিত্র ৩-বেবি জিংক বাজারজাত ও বিপনণ শুরুর পূর্বে ও পরে ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের ডায়রিয়ায় খাবার স্যালাইন গ্রহণের হার

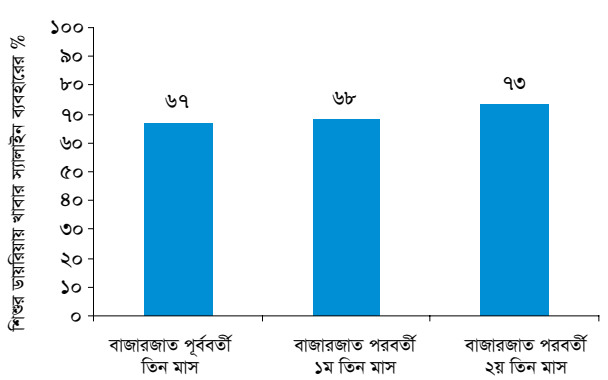

চিত্র ৪-বেবি জিংক বাজারজাতের দ্বিতীয় কোয়র্টারে যেসব ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু জিংক খেয়েছে এবং যেসব শিশু জিংক খায়নি, তাদের খাবার স্যালাইন খাওয়ার শতকরা হার

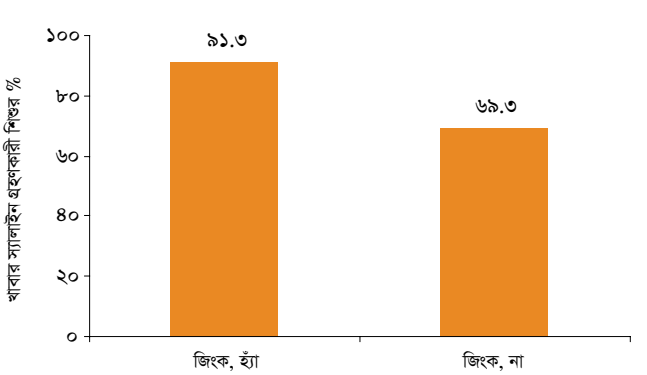

৪র্থ আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলন

স্কেলিং আপ জিংক–দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড

আইসিডিডিআর,বি-র সুজি প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ৬-৭ মে ২০০৭ তারিখে চতুর্থ আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলনের আয়োজন করে। এবছর এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'স্কেলিং আপ জিংক–দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড'।

সম্মেলনে উপস্থাপিত হয় জিঙ্কের ব্যাপ্তিবর্ধনে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে নেয়া জিংক স্কেলিং আপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ এবং বাংলাদেশে ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসার প্রচলন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বক্তাগণ এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের বিভিন্ন দেশে গৃহীত জিংক চিকিৎসা প্রকল্প নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করেন।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ৪, ২০১৫ সাল নাগাদ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান আইসিডিডিআর,বি-র সাসাকাওয়া অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত দু'দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ শাহজাহান বিশ্বাস সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিডিডিআর,বি-র সাবেক নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ডেভিড এ স্যাক এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য পদ্ধতি ও সংক্রামক ব্যাধি বিভাগের পরিচালক ও সুজি প্রকল্পের প্রধান ডাঃ চার্লস পি লারসন।

বাংলাদেশ ও কেনিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও আন্তর্জাতিক উদ্ধার তৎপরতা কমিটি, ভারত, তানজানিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস্ স্কুল অব পাবলিক হেলথ, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বেসরকারী সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের প্রথম দিনে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল বিষয়ক দু'টি প্ল্যানারী সেশন আয়োজিত হয়। প্রথম প্ল্যানারী সেশনে তিনটি স্টাডি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথম স্টাডির বিষয়বস্তু ছিল মালির সিকাসো অঞ্চলের গ্রাম পর্যায়ে ম্যালেরিয়ার জন্য কম্বিনেশন থেরাপী ও ডায়রিয়ার জন্য জিংকের প্রচলনের পার্থক্যমূলক প্রতিক্রিয়া। এই স্টাডিতে মালিতে জিংক ও আর্টামিসিনিন কম্বিনেশন থেরাপী বা এসিটির কম্যুনিটিতে প্রচলন ও এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। দেখা যায় যে, কম্যুনিটির স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর চেয়ে কম্যুনিটি লেভেল বা ভিলেজ ড্রাগ কিটস পর্যায়ে এর প্রভাব অনেক বেশী। এছাড়াও স্টাডিটি সাব সাহারান আফ্রিকায় জিংকের প্রচলনের ইমপ্লিকেশন নিয়ে আলোচনা করে। যেমন জিংক ও খাবার স্যালাইনের প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা এবং জিংক ও এসিটির প্রচারণা সমন্বিত করলে তা আরো ফলপ্রসূ হবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় স্টাডিটি ছিল শিশুদের তীব্র ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে ২০ মি.গ্রা. করে এলিমেন্টাল জিংক ১০ দিন ও স্বল্পমেয়াদী ৫ দিনের কোর্সের কার্যকারিতা তুলনা করার জন্য র‍্যান্ডমাইজ্‌ড ডাবল ব্লাইন্ড কন্ট্রোল্‌ড কম্যুনিটি ট্রায়াল।

তৃতীয় স্টাডির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশে অপুষ্টির শিকার শিশুদের শিগেলোসিস নিয়ন্ত্রণে জিংকের সংযোজন। এ স্টাডির ফলাফল থেকে শিগেলোসিস নিয়ন্ত্রণে এন্টিবায়োটিক থেরাপীর পাশাপাশি জিংকের সংযোজনে সুস্পষ্ট উপকারিতা দেখা যায়। যেমন–রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে, হাসপাতালে অবস্থানকালে ওজন বৃদ্ধি পায়, পরবর্তী মাসগুলোতে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এ স্টাডিতে শিশুদের শিগেলোসিস নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে জিংক ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় প্ল্যানারী সেশনে জিংক ট্রিটমেন্টের ইমিউন ও ক্লিনিক্যাল আউটকাম-এর উপর দুটি স্টাডি উপস্থাপন করা হয়। এর পরবর্তী বিষয়টি ছিল মেইনস্ট্রীমিং নিউট্রিশন ইনিশিয়েটিভ। উন্নয়নশীল দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্বারোপ করে পলিসি ও প্রোগ্রাম লেভেলে পুষ্টিকে প্রধান ধারায় উন্নয়ন, প্রচারণা ও সমর্থন দিয়ে বিশ্বব্যাপী এক অংশীদারিত্ব নিয়ে মেইনস্ট্রীমিং নিউট্রিশন ইনিশিয়েটিভ কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলনের প্রথম দিনের শেষ উপস্থাপনাটি ছিল তীব্র ডায়রিয়ার চিকিৎসায় শিশুকে জিংক খাওয়ানোর পর বমি

আইসিডিডিআর,বি-র সাবেক নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ডেভিড এ স্যাক (বাঁ থেকে), জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান, মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ এ.এস.এম. মতিউর রহমান এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ শাহজাহান বিশ্বাসকে আইসিডিডিআর,বি সাসাকাওয়া অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'স্কেলিং আপ জিংক–দ্য ওয়ে ফরোয়ার্ড'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলন মে মাসের ৬ ও ৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়

বা বমি-বমি ভাবের ঝুঁকি নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল। এ র‍্যান্ডমাইজ্‌ড ডাবল-ব্লাইন্ড প্লাসিবো-কন্ট্রোলড ট্রায়ালের ফলাফলে দেখা যায় যে, যেসব শিশু ডায়রিয়া চলাকালীন সময়ে প্লাসিবো গ্রহণ করেছে তাদের তুলনায় যারা জিংক গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে বমি বা বমি বমিভাবের ঝুঁকি কম।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে স্থানীয় জনগনের মাঝে জিংক স্কেলিং আপ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর প্রথম প্ল্যানারী

জিংক চিকিৎসার মাধ্যমে ভবিষ্যতের ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা যায় কিন্তু সে জন্য শিশুকে অবশ্যই ১০ দিন জিংক খাওয়াতে হবে

সেশনের বিষয় ছিল জিংক স্কেলিং আপের চ্যালেঞ্জ সমূহ ও দ্বিতীয় প্ল্যানারী সেশনের বিষয় ছিল জিংকের উৎপাদন ও প্রচারণা। প্রথম প্ল্যানারী সেশনে আলোচনা হয় বাংলাদেশে বিভিন্ন শিশুরোগে জিংকের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা এবং ভারত ও তানজানিয়ার দ্য পয়েন্ট অফ ইউজ ওয়াটার ডিজ্‌ইনফেকশন অ্যান্ড জিংক ট্রিটমেন্ট (পুজন) প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে জিংকের যোগান ও চাহিদায় বেসরকারী খাতের ভুমিকা নিয়ে।

এরপর আলোচিত হয় বাংলাদেশে আইএমসিআই-এর মাধ্যমে সরকারী খাতে জিংক চিকিৎসা এবং সংঘাত কবলিত অঞ্চলে আন্তর্জাতিক উদ্ধার তৎপরতা কমিটির জিংক স্কেলিং আপ কর্মকাণ্ড।

সম্মেলনের সর্বশেষ প্ল্যানারী সেশনে বাংলাদেশে বেবি জিংকের উৎপাদন, বিপনন ও বিতরণ, জাতীয় পর্যায়ে বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারাভিযান, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে শিশুর ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসার জন্য ব্যয়ের ইচ্ছা এবং স্বাস্থ্যসেবা দানকারীদের জিংক চিকিৎসার উপর সুজি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও খাতে কর্মরত প্রায় আড়াই শ' স্বাস্থ্য পেশাজীবি এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং উৎসাহের সাথে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করেন। ■

শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকঃ ভারত ও তানজানিয়ায় সরকারী-বেসরকারী খাতের সাথে পুজন প্রকল্পের অংশীদারিত্ব

ক্যামিল সাদে

দ্য পয়েন্ট অফ ইউজ ওয়াটার ডিসইন্‌ফেকশন এন্ড জিংক ট্রিটমেন্ট বা 'পুজন' ইউএসএইডের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত একটি প্রকল্প যা ভারত, তানজানিয়া ও সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পয়েন্ট অফ ইউজ ওয়াটার ডিসইন্‌ফেকশন প্রচলনের মাধ্যমে ডায়রিয়ার প্রতিরোধ করা এবং জিংক ও খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়রিয়ার তীব্রতা ও স্থায়িত্ব কমানো।

ভারত

ভারতে প্রতি বছর পাঁচ লক্ষাধিক শিশু ডায়রিয়া জনিত রোগে মারা যায়। সাধারণত শিশুর ডায়রিয়া হলে মায়েরা ঘরোয়া চিকিৎসা দিয়ে থাকে অথবা শিশুদের লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র এসব চিকিৎসা ব্যর্থ হলেই তারা তাদের শিশুদের লাইসেন্সধারী চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যায়।

ভারতে চিকিৎসাসেবায় বেসরকারী খাতের অবস্থান খুবই বিস্তৃত। স্বাস্থ্য খাতের শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক ব্যয় হয় বেসরকারী সেবার মাধ্যমে যেখানে সকল হাসপাতালের ৬৭% হাসপাতাল, ৬৩% ওষুধের দোকান ও ৭৮% চিকিৎসক বেসরকারী খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় ওষুধ শিল্পের উৎপাদন, বিতরণ ও বিপণন কার্যক্রম খুবই উন্নতমানের। ইন্ডিয়ান একাডেমী অফ পেডিয়াট্রিকস (আইএপি) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ইউনিসেফ-এর যৌথ সুপারিশ অনুসরণে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার অনুমোদন করেছে। তারা ডায়রিয়ার চিকিৎসার একমাত্র ফর্মুলেশন হিসাবে ২০ মিঃগ্রাঃ জিংক প্রস্তুত করতে ওষুধ শিল্পকে উৎসাহিত করেছে এবং শরীরের পানিশূন্যতা পূরণের জন্য খাবার স্যালাইন ও তরল খাবার দিয়ে ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপী, জিংক ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোসহ ঘন ঘন স্বাভাবিক খাবার দিয়ে ডায়রিয়ার যথাযথ চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণও দিচ্ছে।

ভারত সরকারও ২০০৬ সালের নভেম্বরে জাতীয় ডায়রিয়া চিকিৎসা নির্দেশিকায় জিংককে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং ২০০৭ সালের মার্চ মাসে জিংককে ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য ওভার-দ্য-কাউন্টার (ওটিসি) পণ্য হিসেবে অনুমোদন করেছে।

পুজন প্রকল্প জনগণের কাছে আরো ভালোভাবে পৌঁছানোর জন্য সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও খাতের সমন্বয় ঘটাতে চায়। ভারতে দেখা গেছে যে, বেসরকারী খাত খুব সহজেই ফার্মাসিস্ট, বেসরকারী চিকিৎসক ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে পারে, আবার সরকারী খাত সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এর অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে পৌঁছাতে পারে। আর এনজিও খাত সরাসরি মা, পরিবার, সম্প্রদায়/সমাজ ও বাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে পারে। যেহেতু এক্ষেত্রে জিংক ডায়রিয়া চিকিৎসার একটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই জনগণের কাছে পৌঁছাতে স্বাস্থ্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পুজন প্রকল্প বাণিজ্যিক ও সরকারী খাতকে যুক্ত করে সাধারণ জনগণের সামর্থ্যের মধ্যে দামে জিংককে সহজলভ্য করার জন্য কাজ করছে। ▸

ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডঃ রেড্ডিস-এর জিংক ট্যাবলেট ও সিরাপ

ইউএসএইড-এর আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পটি ১,৫০,০০০ মার্কিন ডলার নিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে তা ১.২ মিলিয়ন ডলারের অধিকে উন্নীত হয় ছয়টি ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে। শিশুদের ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন ফর্মুলায় তৈরী জিংক ট্যাবলেট ও সিরাপ উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণের জন্য এ অংশীদারিত্ব করা হয়। এ ছয়টি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ডঃ রেড্ডি'স, যুভেন্টাস, এমকিউর, ওয়ালেস, ইন্ডামেডিকা ও ইউএসভি।

সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পুজন এসব ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জিংকের চাহিদা তৈরী এবং যথার্থ জনস্বাস্থ্য তথ্য ও চিকিৎসা তথ্য সহকারে জিংক থেরাপির বিপণন নিয়ে কাজ করেছে। ডায়রিয়ার চিকিৎসায় নতুন জিংক ট্যাবলেট ও সিরাপের উপকারিতা ও প্রচারণা নিয়ে এসব অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ১২ শতাধিক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

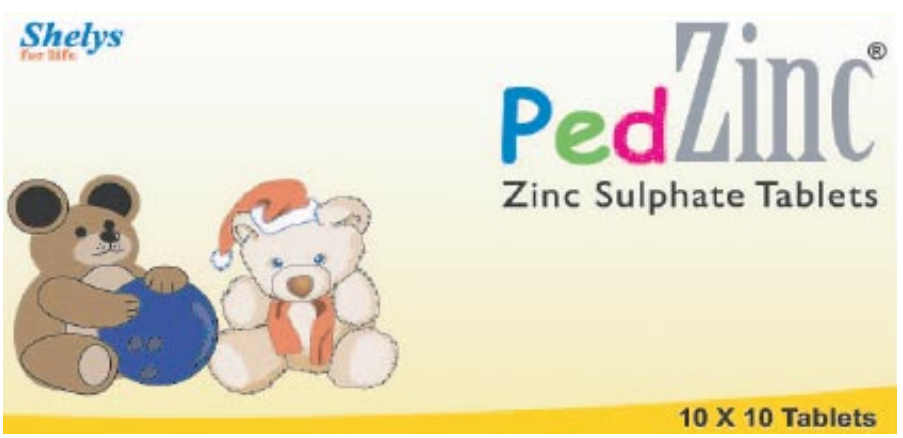

প্রকল্পটি এমকিউর ও প্রতিথতযশা ভারতীয় শিশু বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে 'জিংক চ্যাম্পিয়নস' নামে একটি দল গঠন করেছে যারা তাদের সহকর্মী ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের মাঝে ডায়রিয়ার এই নতুন চিকিৎসার প্রচারণা করেছে।

জিংকের বিক্রি ১ বছরে ১৯০০০ ট্যাবলেট থেকে ১.২ মিলিয়নের বেশী হয়েছে। ২০০৭-এর মাঝামাঝি সময়ে বার্ষিক বিক্রয় ২.২ মিলিয়ন কোর্সে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পুজন গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সেবাদানকারীদের জন্য বাণিজ্যিক অংশীদারদের সমন্বয়ে একটি ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। এই পল্লী চিকিৎসকরা প্রায়ই ডায়রিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা করলেও সরকারী-বেসরকারী কোন খাতই তাদের কাছে প্রায় কখনোই যায়নি। এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে উত্তর প্রদেশের সাতটি জেলার পল্লী চিকিৎসকদের কাছে এ চিকিৎসার বার্তা পৌঁছানো হবে। এ ক্যাম্পেইন সফল হলে সমগ্র ভারতে সর্বস্তরে এ ক্যাম্পেইন চালানো হবে।

তানজানিয়া

তানজানিয়ায় সরকারী খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্বাস্থ্যখাতের মোট ব্যয়ের ৪৫% সরকারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসার মাধ্যমে হয় এবং খাবার স্যালাইনের ৭০% বিতরণ সরকারীভাবে হয়। এদেশে মাত্র ৩৫০টি ফার্মেসী আছে এবং প্রায় ৪০০০ টাইপ-II ওষুধ বিক্রয়কেন্দ্র আছে যা শুধু নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ বিক্রি করতে পারে এবং আনুমানিক ৫০-৭০ শতাংশ জনগণ এসব ওষুধ বিক্রেতার কাছে চিকিৎসা পরামর্শ নিতে আসে।

জিংক চিকিৎসাকে সমর্থন করে তানজানিয়ার সরকারও সম্প্রতি ডায়রিয়া চিকিৎসার গাইডলাইন পরিবর্তন করেছে এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় জিংককে সংযুক্ত করেছে। সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে জিংক চিকিৎসা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। তানজানিয়ার শিশু বিশেষজ্ঞ এসোসিয়েশনও ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক ব্যবহারের সপক্ষে বলছে।

পুজন প্রকল্প এর অংশীদার প্রতিষ্ঠান শেলীস ফার্মাসিউটিক্যালস-এর মাধ্যমে তানজানিয়ায় জিংক বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আফ্রিকায় প্রথম জিংক চিকিৎসার প্রচলন করে। শেলীস ফার্মাসিউটিক্যালস ২০০৭ সালের এপ্রিলে চিকিৎসকদের জন্য জিংক বাজারজাত শুরু করে।

বর্তমানে তানজানিয়ায় এ ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে যার প্রতি কোর্সের বাজার মূল্য ৪০০-৫০০ TZS (০.৩০-০.৩৭ মার্কিন ডলার)। শেলীসের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা নিয়মিত সরকারী ও বেসরকারী খাতের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করছে ও সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে দলীয় সভাও করছে।

পুজন বর্তমানে তানজানিয়া জিংক টাস্ক ফোর্সের সাথে জিংক চিকিৎসার প্রচলনের সমন্বয় বিধান করছে এবং সরকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে পরীক্ষামূলক জিংকের প্রচলনে সহায়তা করছে। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম দেশব্যাপী প্রসারিত হবে। ■

পুজন প্রকল্পের পরিচালক ক্যামিল সাদে ৪র্থ আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলনে উপরোক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন

বেবি জিংক প্রচারাভিযান

দূরবর্তী এলাকায় উঠান বৈঠক ও লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দেয়া

বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় হাওর অঞ্চলের একটি অজপাড়া গ্রাম কারপাশা–বর্ষাকালে যেখানে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নৌকা আর শুষ্ক মওসুমে হাঁটা ছাড়া যাতায়াতের আর কোন উপায় নেই। এ গ্রামে বাস করে শাফিয়া। মধ্যবয়সী শাফিয়ার দুই মেয়ে–পাখি (৯ বছর) এবং শাপলা (৩ বছর)। শাফিয়ার একটি ৪ বছরের ছেলে ছিল যে কয়েক মাস আগে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। শাফিয়া গ্রামের অন্য বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ করে কোনমতে তার পরিবারের তিন সদস্যের অন্নসংস্থান করে। গ্রামবাংলার বেশীর ভাগ মা-বাবার মত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত শাফিয়ারও বাচ্চাদের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। যার ফলে ছোট শিশু শাপলা প্রায়ই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তার মৃত ভাইয়ের মত। শাপলার ডায়রিয়া শুরু হলে শাফিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে তার জন্য খাবার স্যালাইন এনে খাওয়ায়–কিন্তু সে তার মেয়ের ঘন ঘন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়া নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিল। শাফিয়া তার মেয়েকে পল্লী চিকিৎসকের কাছেও নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে চিকিৎসাতে খুব একটা ফল পায়নি, কয়েক সপ্তাহ পরেই শাপলার আবার ডায়রিয়া হয়।

এক শুক্রবার শাফিয়া শুনলো যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কারপাশা গ্রামের সব মহিলাকে তার উঠানে জড়ো হতে বলেছে। সেখানে গিয়ে শাফিয়া তিনজন যুবককে দেখতে পেল যারা তাদের সাথে কথা বলতে এসেছে। মহিলারা চেয়ারম্যানের উঠানে বিছানো চাদরে অর্ধ বৃত্তের মতো করে বসল। সেখানে প্রায় ৩০ জন মহিলা ও তাদের শিশু সন্তান ছিল, আর কিছু সংখ্যক পুরুষও ছিল। একজন যুবক তাদের বললো যে তারা ঢাকার কলেরা হাসপাতাল থেকে একটি তথ্য জানাতে এসেছে এবং ডায়রিয়ার চিকিৎসা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা শুরু করলো। যুবকটি যখন জিজ্ঞেস করলো শিশুদের ডায়রিয়া হলে তারা কি কি করে, শাফিয়া ও উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মহিলারা জানালো যে বাচ্চার ডায়রিয়া হলে তারা তাদের বাচ্চাকে খাবার স্যালাইন, শরবৎ, ডাবের পানি, ভাতের মাড়, চিড়ার পানি ইত্যাদি খাওয়ায়।

যুবকটি তখন তাদের খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি ডায়রিয়ার নতুন একটি চিকিৎসার কথা জানালো। সে বললো যে, ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন অত্যন্ত জরুরী কারণ এটি শরীরের পানিশূন্যতা পূরণ করে কিন্তু এটি ঘন-ঘন পাতলা পায়খানা বন্ধ করে না। ঘন ঘন পাতলা পায়খানার চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে বেবি জিংক নামক একটি নতুন ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। তাই যখন কোন শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়, সেটা যেকোন ধরনের ডায়রিয়াই হোক, তাকে খাবার স্যালাইন ও জিংক খাওয়াতে হবে। সে তাদের ডায়রিয়ার সময় শিশুর যত্নের বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে জানায় যে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন ও জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। যুবকটি তাদের বেবি জিংক ট্যাবলেটের ১টি পাতা দেখালো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি জানালো তা হলো এই ওষুধ শুধু শিশুকে দ্রুত সুস্থই করে না, সাথে সাথে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়–ফলে শিশুর পরবর্তী তিনমাস ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

শাফিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবে এবার সে শাপলার জন্য একটি ওষুধ পেয়েছে যা শাপলাকে ঘন-ঘন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করবে। কিন্তু তার মনে একটা প্রশ্নও উঁকি দিল। এত ছোট মেয়েকে কিভাবে ট্যাবলেট খাওয়াবে? তখন যুবকটি তাদের ট্যাবলেট খাওয়ানোর নিয়ম দেখালো। একটি চা চামচে ট্যাবলেটটি রেখে তাতে কয়েক ফোঁটা পানি দিল। আধা মিনিটের মধ্যেই ট্যাবলেটটি গলে শিশুর খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেল।

শুধু শাফিয়াই নয়, কারপাশা গ্রামবাসী খুব খুশী হলো ডায়রিয়ার এই নতুন চিকিৎসার কথা জানতে পেরে কারণ তাদের সন্তানও ঘন-ঘন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। যুবকটি যখন তাদের বললো ডায়রিয়ার এই নতুন চিকিৎসার বার্তা অন্যান্য গ্রামের লোকজনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে, তারা তা' করতে খুশীমনেই রাজী হলো।

একমাস পর শাপলার আবার ডায়রিয়া হলো। এবার তার মা তাকে খাবার স্যালাইন খাওয়ালো এবং প্রতিদিন সকালে একটি করে বেবি জিংক ট্যাবলেট দিল। শাপলা চারদিনে ভালো হয়ে উঠলো। তখন শাফিয়া তাকে খাবার স্যালাইন দেয়া বন্ধ করে দিল কিন্তু উঠান বৈঠকে যেমন শুনেছিল তেমনি বাকি ছয় দিনও বেবি জিংক ট্যাবলেট খাওয়ালো। পরবর্তী দুই মাসে শাফিয়া

জিংক খাবার স্যালাইনের বিকল্প নয়। খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি শিশুকে জিংক খাওয়াতে হবে

দেখতে পেল যে শাপলার আর ডায়রিয়া হচ্ছে না। শাফিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, এই ওষুধ যদি আরো আগে পেত সে হয়তো তার ছেলের জীবনও বাঁচাতে পারতো!

সুজি প্রকল্প ও এর জিংক স্কেলিং আপ কার্যক্রমের অংশীদার প্রতিষ্ঠান দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড ও ধানসিঁড়ি মিডিয়া উপলব্ধি করলো যে দেশব্যাপী জিংকের সফল স্কেলিং আপের জন্য সারাদেশের সর্বস্তরের জনগনের মাঝে জিংকের কথা ছড়িয়ে দিতে হবে। আর এজন্য শুধু টেলিভিশন ও রেডিও বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, বিলবোর্ড ইত্যাদি যথেষ্ট নয়। একটি দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে সেখানে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের সাথে সাথে জিংক সালফেটের কার্যকারিতার কথা দূরবর্তী গ্রামে বসবাসকারী জনগণের মাঝেও পৌছে দিতে হবে। আর এজন্য বেবি জিংক প্রচারাভিযানে এসব এলাকার জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী একটা বিষয়।

তাই গ্রামের লোকদের নিয়ে উঠান বৈঠক ও লোকসঙ্গীত অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়। কারণ অনেক গ্রামেই টেলিভিশন ও সংবাদপত্র নেই। এমনকি বিদ্যুৎও নেই। তাই যেসব এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা দূরূহ ও ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশী, সেসব অঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষসহ সাধারণ মানুষের মাঝে জিংকের বার্তা জানিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এই উঠান বৈঠক ও লোকসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। এর আরেকটি সুফল হলো এখানে অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে এবং ডায়রিয়ার চিকিৎসা সম্পর্কে তাদের ধারণা আরো সুস্পষ্ট করতে পারে।

স্থানীয় মাতবর, নেতৃবৃন্দ, স্কুল শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও ওষুধের দোকানের মালিকদেরও এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিছু কিছু রক্ষণশীল অঞ্চলে স্থানীয় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নারীদের উন্নয়ন ভেবে এখানে বাধাপ্রদান করলেও যখন তারা শোনেন যে এসব বৈঠক শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক তখন তারা আর বাধা দেননি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তারা বৈঠকে উপস্থিত থেকে আলোচনাকারীদের সহায়তা করেন।

সুজি প্রকল্প ধানসিঁড়ি মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ২২টি জেলায় ৪০০টি উঠান বৈঠক করে। এ জেলাগুলো হলো শেরপুর, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।

একই সময়ে ১১টি জেলার ৪৬টি ইউনিয়নে ২০০টি লোকসঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ খুবই উৎসাহের সাথে লোকসঙ্গীত অনুষ্ঠান উপভোগ করে। ■

বাংলাদেশে সরকারী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকবৃন্দের সঙ্গে জিংক চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য বিনিময় কর্মসূচী

বাংলাদেশের ডায়রিয়ার সংক্রমণ বেশী এমন একটি জেলার সিভিল সার্জন মে মাসের শুরুর দিকে লক্ষ্য করলেন যে সরকারী হাসপাতালগুলোতে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। এ রোগীদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় দ্বিগুণ। তার জেলায় জনস্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের প্রধান হিসেবে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন কিভাবে শিশুদের এই অসুস্থতা নিরাময় করা যায়। তিনি শিশুর ডায়রিয়া নিরাময়ে খাবার স্যালাইন ও জিংকের সমন্বয়ে নতুন চিকিৎসার কথা শুনেছেন এবং সম্প্রতি তিনি বেবি জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেটের সরবরাহ পেয়েছেন যা বিনামূল্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য তার জেলার অন্তর্ভুক্ত সরকারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে বিতরণ করতে হবে। যদিও শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক ব্যবহারের এ তথ্য পেয়ে তিনি খুশী হন, কিন্তু তিনি বাংলাদেশে নতুন এ চিকিৎসা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার মনে কিছু প্রশ্নও ছিল যেমন–শিশুর ডায়রিয়া হলে কি শুধু বেবি জিংক ট্যাবলেটই খাওয়াতে হবে নাকি জিংক সালফেটের অন্যান্য ধরন যেমন সিরাপ খাওয়ানো যাবে? দশ দিনের কোর্স কি দীর্ঘমেয়াদী না? কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা কোন বিশেষ ওষুধের সাথে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির নির্দেশনা আছে কি? পাঁচ বছরের বড় রোগীদের ডায়রিয়ার ক্ষেত্রেও কি জিংক কার্যকর?

তিনি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা কার্যক্রম (আইএমসিআই) ও আইসিডিডিআর,বি-র

যে কোন ধরণের ডায়রিয়া চিকিৎসায় শিশুদের খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক খাওয়াতে হবে

সুজি প্রকল্প থেকে ঢাকায় ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহারের উপর একটি তথ্য বিনিময় কর্মসূচীর যৌথ আমন্ত্রণ পান। এই কর্মসূচী ছিল অর্ধদিবসের, যেখানে বাংলাদেশের সরকারী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের বাংলাদেশে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে। অন্যান্য জেলার মত তার জেলারও সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা একটি উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের প্রধান দায়িত্বে থাকেন। এছাড়াও ছয় বিভাগের বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দকেও এ তথ্য বিনিময় কর্মসূচীতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সিভিল সার্জন এমন একটি সুযোগ পেলেন যেখানে তিনি তার প্রশ্নের উত্তর পাবেন এবং এক মুক্ত ফোরামে অন্যান্য সরকারী স্বাস্থ্যসেবা খাতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের সাথে বসে শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসা নিয়েও আলোচনা করা যাবে।

সরকারী স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাংলাদেশে ৪৬৪ জন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ৬৪ জন সিভিল সার্জন ও ৬ জন বিভাগীয় পরিচালক কর্মরত আছেন। এ বিপুলসংখ্যক অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও ফলপ্রসূ করতে ৩১ মে থেকে ১৩ জুন ২০০৭ পর্যন্ত ৯টি কার্যদিবসে এ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ৯-দিনব্যাপী এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। অন্যান্যের মধ্যে পরিচালক (প্রাইমারী হেলথ কেয়ার) ও লাইন ডিরেক্টর–এসেনসিয়াল সার্ভিসেস ডেলিভারী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (চাইল্ড হেলথ) ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (আইএমসিআই) বিভিন্ন সেশনে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশে সরকারী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকবৃন্দের সাথে শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য বিনিময় কর্মসূচীতে (ডান থেকে) আইএমসিআই-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ আলতাফ হোসেন, আইসিডিডিআর,বি-র স্বাস্থ্য পদ্ধতি ও সংক্রামক ব্যাধি বিভাগের পরিচালক ও সুজি প্রকল্পের প্রধান ডাঃ চার্লস পি লারসন, পরিচালক (প্রাইমারী হেলথ কেয়ার) ও লাইন ডিরেক্টর, এসেনসিয়াল সার্ভিসেস ডেলিভারী ডাঃ শুকরুদ্দীন মৃধা এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার (চাইল্ড হেলথ) ডাঃ আব্দুল কাদের

এ কর্মসূচীতে বাংলাদেশে জিংক চিকিৎসা স্কেলিং আপ, শিশুদের ডায়রিয়া নিরাময়ে জিংকের ব্যবহারের উপর বিস্তারিত তথ্য, বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় সরকারী খাতের পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়–যা সিভিল সার্জন ও তার সহকর্মীরা খুবই উপকারী বলে মনে করেন।

এখানে তাদের একটি ফোল্ডার দেয়া হয় যার ভিতর সুজি নিউজলেটার, জিংক সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর, শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক ব্যবহারের নির্দেশিকা, বেবি জিংকের টেলিভিশন বিজ্ঞাপন ও দু'টি জিংক সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত নাটিকার সিডি, তথ্য সম্বলিত ইনফরমেশন শীট

সুজি প্রশিক্ষণ উপকরণ

এবং বাংলাদেশের শিশুদের ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর ওপর জিংক সংযোজনের কার্যকারিতা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র দেয়া হয়। এছাড়াও এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ইউনিসেফ-এর শিশুর ডায়রিয়ায় জিংক ব্যবহারের জন্য যৌথ সুপারিশ এর কপিও দেয়া হয়।

কর্মসূচীর সবচেয়ে প্রানবন্ত অংশ ছিল মুক্ত আলোচনা যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রশ্ন করেন ও এ বিষয়ের উপর সরাসরি আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকগণ ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার, সরকারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বিতরণ, জিংকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এছাড়াও শিশুদের ডায়রিয়ার এ চিকিৎসা নিয়ে তারা তাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনাও তুলে ধরেন।

সুজি প্রকল্পের প্রধান ডাঃ চার্লস পি লারসন এবং আইএমসিআই-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ আলতাফ হোসেন মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বাংলাদেশে বেবি জিংক ট্যাবলেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেডের পরিচালক (বিপণন ও বিক্রয়) রফিকুল ইসলামও কয়েকটি মুক্ত আলোচনা পর্বে প্রশ্নকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এসব প্রশ্নের মধ্যে বহু উত্থাপিত প্রশ্নগুলো হলো:

- **কেন এসেনশিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড বেবি জিংক ট্যাবলেট উৎপাদন ও সরবরাহ করছে না?**
- **বেবি জিংকের টেলিভিশন বিজ্ঞাপনগুলোতে খাবার স্যালাইনের প্রয়োজনীয়তা সেভাবে ফুটে উঠেনি। পরবর্তী প্রচারণায় কি খাবার স্যালাইনের উপর আরো জোর দেয়া সম্ভব?**
- **জিংক কি খাবার স্যালাইনের সাথে মিশ্রিত করে শিশুকে দেয়া সম্ভব?**
- **প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়রিয়ায় কি জিংক উপকারী?**
- **ডায়রিয়া প্রতিরোধক ওষুধ হিসেবে কি জিংককে ব্যবহার করা যায়?**
- **অন্ত্রে জিংক শোষণ হতে কতক্ষণ সময় লাগে?**
- **সম্পূর্ণ কোর্সের মেয়াদ কি কমিয়ে আনা সম্ভব? ১০ দিনের কোর্সে যে উপকারিতা পাওয়া যায় তা কি ৫ দিনের কোর্সে সমানভাবে পাওয়া যাবে?**
- **জিংকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো কি? এগুলো কিভাবে কাটিয়ে উঠা যায়?**
- **ফাইটেট কি?**

এছাড়াও বিভিন্ন সেশনে আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যেমন:

- ব্লিষ্টার প্যাকের বদলে জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেট কি এয়ারটাইট বোতলে সরবরাহ করা সম্ভব?
- তিনদিন হাসপাতালে থাকার পর যখন একজন ডায়রিয়ার রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে তখন কি করা উচিত? রোগীকে সম্পূর্ণ কোর্স পূরণ করার জন্য বাকী সাতটি ট্যাবলেট দিয়ে দেয়া উচিত?
- জমিতে জিংকযুক্ত সার ব্যবহার করে আমাদের নিত্যদিনের খাবারে জিংকের পরিমাণ কি বাড়ানো সম্ভব?
- জিংকের বিভিন্ন ধরন আছে যেমন–জিংক সালফেট, জিংক এসিটেট, জিংক ফসফেট। এসবের মধ্যে কেন শুধু জিংক সালফেটকে ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করা হলো? এটি কি অন্যান্য ধরনের জিংকের চেয়ে সাশ্রয়ী?
- মানব শরীরে জিংকের গুরুত্ব কী? কোন কোন খাদ্যে জিংক পাওয়া যায়?

সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে খুবই সন্তুষ্ট। শুধু তারাই নন, দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আমন্ত্রিত স্বাস্থ্য ব্যপস্থাপকগণ ভীষণ বৃষ্টি উপেক্ষা করে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই কর্মসূচীতে যোগদান করেন।

সেশনের শেষ পর্যায়ে একজন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসা নিয়ে একটি কবিতা লিখেন:

ক্রিং ক্রিং বেবি জিংক

ক্রিং ক্রিং বেবি জিংক
ডায়রিয়াতে শিশুকে দিন,
ভয়ের কোন কারণ নাই
প্রয়োজনে জিংক পাই।
ওআরএস আর জিংক খেলে
ডায়রিয়া যায় চলে,
ভোগান্তিটা দূরে ঠেলে
দ্রুত শিশু ওঠে কোলে।
খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি
বেবি জিংক ফুটায় হাসি
চিকিৎসা কিম্বা প্রতিরোধে
দুটোই যেন থাকে বোধে।।

ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মজুমদার
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

এই প্রকল্প অথবা সুজি নিউজ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন +৮৮ ০২ ৮৮৬০৫২৩-৩২# ২৫৩৯, www.icddrb.org/activity/SUZY

ডাঃ চার্লস্ পি লারসন
প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর
সুজি প্রকল্প
clarson@icddrb.org

নাজরাতুন নাঈম মোনালিসা
ইনফরমেশন ম্যানেজার
সুজি প্রকল্প
monalisa@icddrb.org

ডিজাইন ও পেইজ লে-আউট
সৈয়দ হাসিবুল হাসান
পাবলিকেশনস্ ইউনিট
hasib@icddrb.org